মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ১৫৫

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)

আরবী

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) [الإسراء: ١١٠] ، قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ، (وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ، حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ، (وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وأبو بشر: هو جعفر بن أياس بن أبي وحشية
وأخرجه البخاري (4722) و (7490) و (7525) و (7547) ، ومسلم (446) ، والترمذي (3146) ، والنسائي 2 / 177، وابن خزيمة (1587) ، والطبري 15 / 186، وابن حبان (6563) ، والواحدي في " أسباب النزول " 200، والبيهقي في " سننه " 2 / 184، وفي " الأسماء والصفات " 262، والبغوي في " التفسير " 3 / 142 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد
وأخرجه النسائي 2 / 178، والطبري 15 / 185، والطبراني (12454) من طريق الأعمش، عن أبي بشر، به. وسيأتي برقم (1853) في مسند عبد الله بن عباس

বাংলা

১৫৫। ইবনুল আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আত্মগোপন করে

থাকতেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا “তোমার নামায অত্যধিক উঁচু কণ্ঠেও পড়ো না, সম্পূর্ণ গোপনেও পড়ো না”। রাসূলুল্লাহ যখন তার সাথীদের সঙ্গে নামায পড়তেন, তখন তিনি নিজের কুরআন পাঠে অত্যন্ত উঁচু কণ্ঠ প্রয়োগ করতেন। ফলে মুশরিকরা তা শুনে ফেলতো এবং কুরআনকে, কুরআন নাযিলকারীকে ও কুরআন আনয়নকারীকে গালি দিত। তখন আল্লাহ তাঁর নবীকে বললেনঃ “তোমার নামায অতিমাত্রায় উঁচু কণ্ঠে পড়ো না। অর্থাৎ নামাযে কুরআন উঁচু কণ্ঠে পড়ো না। তাহলে মুশরিকরা তা শুনবে এবং কুরআনকে গালি দেবে। আর তা অতিমাত্রায় গোপনেও পড়ো না। অর্থাৎ এত গোপনে পড়ো না যে, তোমার সাথীরা শুনতে পারবে না এবং তোমার কাছ থেকে তা শিখতেও পারবে না। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।”

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, ইবনে খুযাইমা) মুসনাদ আহমাদ-১৮৫৩]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62979

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন